পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহমদী

'মানবজাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।'

—হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ২৮শ বর্ষ : ২০শ সংখ্যা

১৫ই ফাল্গুন ১৩৮১ বাংলা : ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫ ইং : ১৬ই সফর, ১৩৯৫ হিঃ কাঃ

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫'০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ১ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহমদী

২৮শ বর্ষ
২০ শ সংখ্যা

বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
০ সুরা আল-কওসার (তরজমা ও সংক্ষিপ্ত তফসীর—২)	১	হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদঃ মৌঃ আহ্মদ সাদেক মাহমুদ
০ হাদিস শরীফঃ আল্লাহতায়ালার গুণ-গানের উদ্দেশ্যে সভা-সম্মেলনের ফজিলত	৪	অনুবাদঃ " " "
০ অমৃতবাণীঃ সালানা জলসায় যোগদানের গুরুত্ব ও মহৎ উদ্দেশ্যাবলী	৫	হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) অনুবাদঃ মৌঃ আহ্মদ সাদেক মাহমুদ
০ জুমার খোৎবা কুরআন শরিফের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা	৯	হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ) অনুবাদঃ এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার
০ মজলিসে আনসারুল্লাহর সালানা ইজতেমা মহতরম আমীর সাহেবের সমাপ্তি ভাষণ	১০	রিপোর্টঃ শাহ্মস্তাফিজর রহমান
০ শুভ সংবাদঃ		
০ লুগাণ্ডা ভাষায় কুরআনের তরজমা ও তফসীর প্রকাশ	১২	সংকলনঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ
০ রবওয়ার সালানা জলসায় ঘোষিত সুসংবাদ	১৩	
০ ভুট্টোর বিরুদ্ধে পাকিস্তানী উলামার কুফুরী ফতোয়া		
০ রবওয়ার সালানা জলসায় প্রহরারত পুলিশের বয়াত গ্রহণ	১৪	সংকলনঃ শাহ মুস্তাফিজুর রহমান
০ পনের হাজার লোকের বয়াত গ্রহণ		
০ সংবাদঃ বিভিন্ন স্থানে ভূমিকম্প	১৫	
০ হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) এর একটি ভবিষ্যদ্বানী		
০ শতবার্ষিকী জুবিলীর মহান পরিকল্পনার রূহানী কর্মসুচী		
০ সালানা জলসার প্রেক্ষিতে জুরুরী কথা		

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
পাক্ষিক
আ হ ম দী
নব পর্য্যায়ের ২৮শ বর্ষ : ২০শ সংখ্যা :
১৫ই ফাল্গুন, ১৩৮১বাং : ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫ইং : ২৮শে তবলীগ, ১৩৫৪ হিজরী শামসী :

সুরা আল-কওসার

তরজমা ও সংক্ষিপ্ত তফ্‌সীর

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—২)

[হযরত মুসলেহ মওউদ খলিফাতুল মসিহ সানী (রাঃ) প্রণীত তফসীরে কবীর হইতে সংক্ষেপিত]

—মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

কামালাতে মোহাম্মদ (সাঃ আঃ)

'কওসার'-এর অর্থ 'আল-খাইরুল কাসীর' এবং আল খাইর বলিতে কোন জিনিষ উহার সকল কামালাত বা গুণ ও বৈশিষ্ট্যসহ বিদ্যমান হওয়াকে বুঝায় এবং এই শব্দটি কোন কিছুর সর্বাধিক হওয়া-কেও বুঝাইয়া থাকে। সে জন্য "ইন্না আ'তাইনা কাল কওসার"-এর মধ্যে যেহেতু একজন নবীকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে, সে জন্য ইহার অর্থ এই হইবে যে, তোমাকে (হে মোহাম্মাদ) নবুওত উহার সকল কামালাতসহ দান করা হইয়াছে এবং নবুওতের প্রত্যেকটি কামাল বা গুণ বিপুল পরিমানে ও পর্যায়ে দেওয়া হইয়াছে, বরং অন্যান্য সকল নবীর তুলনায় অধিক পর্যায়ে দেওয়া হইয়াছে। হযরত নবী করীম (সাঃ) নবুওত এবং উহার সকল চরিত্রগত গুণ ও বৈশিষ্ট্যে সকল নবীকে অতিক্রম করিয়াছেন। সুতরং, পূর্ববর্ত্তী শরীয়তবাহী নবী গণের মধ্যে দৃষ্টান্ত স্বরূপ হযরত মুসা (আঃ)-এর ঘটনাবলী কিছুটা বিস্তারিত-ভাবে মানুষের জানা আছে। তাঁহারও হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর সহিত কোন তুলনা হয় না। কেননা (১) হযরত মুসা (আঃ) লেখা-পড়া করিয়া ছিলেন। কিন্তু আমাদের নবী করীম (সাঃ) নিরক্ষর হওয়া সত্বেও অনেক বেশী সফলতা লাভ করেন। (২) হযরত মুসা (আঃ) নিজের জন্য একজন সাহায্যকারী (অর্থাৎ হযরত হারূনকে) চাহিয়াছিলেন।

কিন্তু হযরত নবী করীম (সাঃ) তদ্রূপ করেন নাই। (৩) তৌরাত ছয় শত বৎসরের মধ্যে বিকৃত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় কিন্তু কুরআন শরীফ তেরশত বৎসর পরও অক্ষরে অক্ষরে সংরক্ষিত আছে। (৪) হযরত মুসা (আঃ) নিজের দেশের উপর অধিকার লাভ করিতে পারেন নাই কিন্তু নবী করীম (সাঃ) নিজ-জীবদ্দশতেই সমস্ত আরবদেশের উপর আধিপত্য লাভ করেন। (৫) হযরত মুসা (আঃ) যখন তাঁহার কওমকে কেনয়ান তথা পলেষ্টাইনের অধিবাসীদের সহিত যুদ্ধ করার জন্য বলেন, তখন তাহারা উহার উত্তরে বলিয়াছিল যে, যাও, তুমি এবং তোমার খোদা গিয়া যুদ্ধ কর। আমরা তো এখানেই বসিয়া আছি। কিন্তু নবী করীম (সাঃ)-এর কওম (সাহাবা) বদরের যুদ্ধের সময়ে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, আমরা মুসার কওমের মত উত্তর দিব না, বরং আমরা আপনার সামনেও লড়িব, পিছনেও লড়িব এবং শত্রু আপনার নিকট আমাদের মৃতদেহ পদদলিত ও অতিক্রম না করিয়া পৌঁছিতে পারিবে না। অতঃপর, তাঁহারা তাহা কার্যতঃ ও দেখাইয়া ছিলেন, শুধু বুলি আওড়ান নাই। (৬) মুসা (আঃ)-এর কওম চল্লিশ বৎসর কাল এদিক ওদিক ঘুরা ফেরার পর মাত্র কেনয়ানদেশ (পেলেষ্টাইন) পাইয়াছিল, কিন্তু মুসলমানগণ কয়েক বৎসরের মধ্যেই প্রায় সেই কালের সমস্ত আবাদ ও সভ্য জগতের উপর আধিপত্য লাভ করেন। (৭) মুসা (আঃ) এর সেলসেলার পরিসমাপ্তি ঘটিল কিন্তু নবী করীম (সাঃ)-এর সেলসেলা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যহত। (৮) মুসা (আঃ) এর পর তৌরাতের অনুসাশন প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের উদেশ্যে আগমনকারী নবীগণ সতন্ত্র নবী হিসাবে মনোনীত হন, হযরত মুসা (আঃ)-এর আত্মিক কল্যাণ প্রবাহে তাঁহারা নবুওত লাভ করেন নাই। কিন্তু হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর পর (তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী) আগমন কারী নবী মসিহ মওউদ (আঃ) বলিয়াছেন যে, আমি যাহা কিছু লাভ করিয়াছি তাহা একমাত্র হবরত নবী আকরাম (সাঃ) এর কল্যাণ ও অনুবর্ত্তীতায়-ই লাভ করিয়াছি। তিনি তাঁহার অনুগামী উম্মতী নবী। তিনি বলিয়াছেন : "আহ্‌মদ (সাঃ আঃ)-এর শাণ ও মর্যাদা কল্পনাতীত। তাঁহার গোলামকে দেখ যে, সে জমানার মসিহ্‌।" (৯) মুসা (আঃ)-এর শরিয়ত কেবল প্রতিশোধ গ্রহণের শিক্ষা দান করে। কিন্তু কুরআন শরীফ ক্ষমা করার এবং কাল ও ক্ষেত্র ভেদে সুবিচারের মানদণ্ডে শাস্তি প্রদানের শিক্ষা দান করে।

(১০) হযরত মুসা (আঃ) শুধু বনীইস্রাইল জাতির প্রতি প্রেরিত হইয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের নবী করীম (সাঃ) সমস্ত বিশ্বের মানব মণ্ডলীকে এক কেন্দ্র-বিন্দুতে একত্রিত করিতে এবং সকলকে উম্মতে ওয়াহেদায় পরিণত করিতে আসিয়াছেন।

وما ارسلناك الا كافة للناس

(১১) হযরত মুসা (আঃ) এই মো'জেযা লাভ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার শত্রুদের বয়োজ্যেষ্ঠ সন্তানরা নিদর্শন স্বরূপ মারা যায়, কিন্তু হযরত নবী করীম (সাঃ)-কে এই মো'জেযা দান করা হইয়াছে যে. তাঁহার শত্রুদের সন্তান-সন্ততি ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করে এবং তাহারা তাঁহার প্রেমে আত্ম-বিলিনতার নযীর বিহীন দৃষ্টান্ত পেশ করে।

(১২) মুসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধবাদী জাতির উপর এক বৎসর কাল দুর্ভিক্ষ আসিয়াছিল, কিন্তু নবী করীম (সাঃ)-এর বিরুদ্ধবাদী মক্কাবাসীর উপর সাত বৎসর কাল দুর্ভিক্ষ বিরাজ করে যাহার কবল হইতে অবশেষে তাঁহারই দোয়ায় তাহারা পরিত্রাণ লাভ করে, এবং দুর্ভিক্ষ কালে 'নবীয়ে-রহমত' হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ঐ দুর্ভিক্ষগ্রস্ত রক্ত পিপাসু মক্কাবাসীদের নিকট শস্য প্রেরণ করিয়া তাহাদের সাহায্যও প্রদান করেন।

(১৩) হযরত মুসা (আঃ) এলাহী তজল্লী (ঐশী বিকাশ) দেখিয়া জ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু হযরত নবী করীম (সাঃ) এর শাণ ও মাকাম ছিল —

دنی فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی

—অর্থাৎ তিনি খোদাতায়ালার দিকে উর্দ্ধাহরন করেন. আল্লাহ তায়ালাও তাঁহাকে সাক্ষাৎ দানের উদ্দেশ্যে নীচে নামিয়া আসেন এবং পারস্পরিক প্রেম এত ঘনিষ্ঠ হয় যে, এক জনের তীর নিক্ষেপ অপরের তীর নিক্ষেপের নামান্তর হইয়া দাঁড়ায় (অর্থাৎ যে তাঁহার শত্রু হয়, আল্লাহও তাহার শত্রু হইয়া যান)। কুরআনে অন্যত্র আছে ما رميت اذ رميت لكن الله رمى —হে রসুল! যখন তুমি নিক্ষেপ করিয়াছিলে তখন তুমি নিক্ষেপ কর নাই বরং তাহা আল্লাহ্ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। (হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর একমুষ্ঠি ধুলিকণা নিক্ষেপের ফলে বদরের রনাঙ্গণে শত্রুদের উপর বিপরীত মুখী ঝঞ্ঝা-বায়ু প্রবাহিত হইয়াছিল।) তেমনিভাবে নবী করীম (সাঃ) এর হস্ত খোদাতায়ালার হস্ত বলিয়া আখ্যায়িত হইল। যেমন, আল্লাহ্ বলেন يد الله فوق ايديهم অর্থাৎ (বয়েতে-রেজওয়ানের সময়) সাহাবাদের হাতের উপর রসুল করীম (সাঃ) নিজের যে হাত স্থাপন করিয়াছিলেন উহা যেন আল্লাহ্রই হাত ছিল। (সুরা ফাতাহ : ১১)।

(১৪) হযরত মুসা (আঃ) কে যে সকল আহকাম দেওয়া হইয়া ছিল, তাহা তৌরাতের মধ্যে আগা গোড়া আল্লাহ্তায়ালার নিজস্ব কালাম বা বাণীতে সন্নিবেশিত নয়, কিন্তু কুরআন শরীফ শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত সর্বৈবঃ আল্লাহ্র নিজস্ব ও মুখ নিঃসৃত কালাম বা বাণী যাহা ওহী ও এলহাম যোগে নাযেল কৃত। (ক্রমশঃ)

হাদিস শরীফ

আল্লাহতায়ালার প্রশংসা এবং গুণ-গানের উদ্দেশ্যে সভা-সম্মেলনের ফজিলত

(১) হযরত আমীর মায়াবিয়া (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, একবার হযরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবার এক মজলিসে আগমন করিলেন এবং তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন যে, আপনারা এখানে একত্রে বসিয়া কি করিতেছেন? সাহাবা উত্তরে বলিলেন যে, আল্লাহ্তায়ালা আমাদিগকে যে ইসলামের পথ দেখাইয়াছেন এবং বহুবিধ কল্যাণ দান করিয়াছেন সেই এহসানের জন্য আমরা সম্মিলিত হইয়া পরস্পর বসিয়া আল্লাহ্র প্রশংসা করিতেছি। রসুল করীম (সাঃ) বলিলেন যে, শুনো, আমি তোমাদের নিকট মিথ্যার অপবাদের কারণে হলফ গ্রহণ করি নাই। আমার নিকট তো এখনই জিব্রাইলও আসিয়াছিলেন তিনি আমাকে খবর দিয়াছেন যে, আল্লাহ্তায়ালা তোমাদের জন্য তাঁহার ফেরেশতাগণের নিকট গর্ব করেন। (সহী মুসলিম)

(২) "যখন কোন জাতির লোক আল্লাহ্কে স্মরণ করার উদ্দেশ্যে পরস্পর মিলিত হইয়া বসে, তখন ফেরেশতাগণ আসমান হইতে নাযিল হইয়া চতুর্দিক হইতে তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলে। আল্লাহ্র রহমত তাহাদিগকে ছাইয়া ফেলে। প্রশান্তি তাহাদের উপর অবতীর্ণ হয় এবং আল্লাহ্তায়ালা সন্তুষ্ট হইয়া ফেরেশতাগণের মধ্যে তাহাদের কথা উল্লেখ করেন।" (মুসলিম)

(৩) "আমি কি তোমাদিগকে সেই আমল সম্বন্ধে অবহিত করিব না? যাহা তোমাদের অন্যতম আমল, যাহা তোমাদের প্রভু ও মালিকের নিকট সর্বাধিক পবিত্র আমল, যাহা স্বর্ণ ও রোপ্য (ধন-সম্পদ) খরচ করার চাইতেও তোমাদের জন্য উত্তম আমল, যাহা তোমাদের শত্রুর সম্মুখীন হইয়া তোমরা তাহাদের শিরোচ্ছেদ কর এবং তাহারা তোমাদের শিরোচ্ছেদ করে তাহা হইতেও উত্তম আমল। সাহাবা নিবেদন করিলেন যে, হে রসুলুল্লাহ! তাহা আমাদিগকে নিশ্চয়ই অবগত করুন। নবী করীম (সাঃ) বলিলেন যে, তাহা হইল মহান আল্লাহ্কে স্মরণ করা।"

(মুসনাদ আহ্মদ বিন হাম্বল)

(৪) "যে ব্যক্তি তাহার প্রভু আল্লাহ্কে স্মরণ করে, সে জীবিতের ন্যায় এবং যে ব্যক্তি তাহা করে না, সে মৃতের ন্যায়।"

(বোখারী ও মুসলিম)

অনুবাদ: আহমদ সাদেক মাহমুদ

সালানা জলসার গুরুত্ব ও মহৎ উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কে হযরত মসিহ্ মাওউদ (আঃ)-এর

অমৃত বানী

যথা সম্ভব সকল বন্ধুরই সালানা জলসায় নিশ্চয় শরীক হওয়া উচিত। আমি দোয়া করি যে, জলসায় যোগদান কারীগণকে আল্লাহ্ তায়ালা যেন বিপুল মহান পুরস্কারে ভূষিত করেন। (আমীন)।

জলসার গুরুত্ব এবং যোগদানের তাকীদ

"বহুবিধ কল্যাণময় উদ্দেশ্য ও উপকরণ সমন্বিত এই জলসায় সকল সেই ব্যক্তির যোগদান করা আবশ্যকীয়, যাঁহারা পথ খরচের সামর্থ্য রাখেন। এরূপ ব্যক্তিগণ যেন প্রয়োজনীয় বিছানা পত্র ইত্যাদিও সঙ্গে আনেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রসুলের (সন্তুষ্টি লাভের) পথে সামান্য সামান্য বাধা বিপত্তিকে ভ্রুক্ষেপ না করেন। খোদাতায়ালা মুখলেস (খাঁটি সরল ব্যক্তি) গণকে পদে পদে সওয়াব প্রদান করিয়া থাকেন এবং তাঁহার পথে কোন পরিশ্রম এবং কষ্ট ব্যর্থ যায় না।

পূণঃ লিখিতেছি যে, এই জলসাকে সাধারণ জলসা গুলির ন্যায় মনে করিবেন না। ইহা সেই বিষয়, যাহার ভিত্তি একান্তভাবে সত্যের সমর্থণ এবং ইসলামের কলেমার মর্যাদা বৃদ্ধির উপরে স্থাপিত। ইহার ভিত্তি-প্রস্তর আল্লাহ্তায়ালা নিজ হস্তে রাখিয়াছেন এবং ইহার জন্য জাতি সমূহকে প্রস্তুত করিয়াছেন, যাহারা অচিরেই আসিয়া ইহাতে যোগদান করিবে। কেননা ইহা সেই সর্ব-শক্তিমানের কার্য্য, যাঁহার সম্মুখে কোন কিছুই অসম্ভব নহে।"

জলসার উদ্দেশ্যাবলী

(১) এই জলসার একটি মহত উদ্দেশ্য ইহাও যে, প্রত্যেক মুখলেস নিষ্ঠাবান যেন মোখামুখীভাবে দ্বীনি কল্যাণ লাভের সুযোগ পান ও তাঁহার ধর্মীয় জ্ঞানের উন্মেষ ও প্রসার সাধিত হয় এবং ঈমান ও মা'রেফত সমৃদ্ধি ও উন্নতি লাভ করে।

(২) একমাত্র জ্ঞান-সঞ্চয় ও ইসলামের সাহায্য কল্পে পরাস্পরিক পরামর্শ এবং ভ্রাতৃ-মিলনের উদ্দেশেই এই (মহতী) জলসার অনুষ্ঠান প্রবর্তন করা হইয়াছে।

জলসায় যোগদানকারীগনের জন্য বিশেষ দোয়া

"অবশেষে আমি দোয়া করি, আল্লাহ্-তায়ালা যেন এই লিল্লাহী (আল্লাহর সন্তুষ্টি কল্পে অনুষ্ঠিতব্য) জলসার উদ্দেশ্যে সফর অবলম্বনকারী প্রত্যেক ব্যক্তির সাথী হউন, তাহাদেরকে মহান পুরস্কারে ভূষিত করুন, তাহাদের বাধা-বিঘ্ন ও দুঃখ-কষ্ট এবং উদ্বেগ-পূর্ণ অবস্থা তাহাদিগের জন্য সহজ করিয়া দিন, তাহাদের সকল দুঃশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা দূর করুন, তাহাদেরকে প্রত্যেক বিপদ ও কষ্ট হইতে নিষ্কৃতি দান করুন, তাহাদের সকল শুভ কামনা রূপায়নের পথ তাহাদের জন্য উন্মুক্ত ও সুগম করুন ও পরকালে আপনার সেই বান্দাদিগের সহিত তাহাদিগকে উত্থিত করুন, যাহাদের উপর তাঁহার বিশেষ কৃপা ও অনুগ্রহ রহিয়াছে এবং সফরান্ত অবধি তাহাদের অনুপস্থিতিতে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হউন।

হে খোদা! হে মর্যাদা ও বদান্যতার অধিকারী! করুণাকর ও বাধা-বিপত্তি নিরসনকারী! এ দোয়া সকল মবুল কর এবং আমাদিগকে আমাদের বিরুদ্ধবাদীদিগের উপর উজ্জ্বল ঐশী-নিদর্শনাবলি সহকারে বিজয় ও প্রাধান্য দান কর, কেননা প্রত্যেক প্রকার শক্তি ও ক্ষমতার তুমিই অধিপতি। অমীন, পুণঃ, আমীন।"

(এস্তেহার, ৭ই ডিসেম্বর ১৮৯২ ইং)

অনুবাদ :
আহমদ সাদেক মাহমুদ

আধুনিক ও উৎকৃষ্টমানের বৈদ্যুতিক তার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান।

ন্যাশনাল কেবল ইণ্ডাষ্ট্রিস

২৪, কলেজ রোড, চট্টগ্রাম

দ্রুত ও নিরাপদে বিদেশ হইতে স্থল, জল ও আকাশ পথে আমদানীকৃত মাল খালাশ ও পরিবহনের জন্য একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

আহমদ শীপার্স এণ্ড ট্রেডার্স

৮, কাতালগঞ্জ রোড
চট্টগ্রাম
ফোন—৮৫৪২৮

জুমার খোৎবা

হযরত আমিরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)

১৯৭২ সনের ৭ই জুলাই তারিখে রবওয়ায় প্রদত্ত

আমাকে ও আপনাদিগকে খোদা সৃষ্টি করিয়াছেন, কুরআন করীমের আযমত (মাহাত্য) পৃথিবীতে কায়েম করিতে।

কুরআন করীম পরিত্যজ্য ও পরিত্যক্ত বলিয়া যাহাদের ধারনা, তাহাদের এই মনোবৃত্তি দূরীভূত করা এবং কুরআন প্রচারের চূড়ান্ত উন্নতি সাধন করা জমাতের মহান দায়িত্ব।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হযরত মসিহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালাম বলেন যে, তাঁহার যুগে হেদায়েতের বিস্তার সাধন [এশাআতে-হেদয়েত] হইবে। কারণ হেদায়েত বা ধর্ম-পথ-প্রদর্শন —

اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت لكم الاسلام دينا ۔

—"অদ্যকার দিন আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে সম্পূর্ণতা দান করিয়াছি এবং তোমাদের জন্য আমার কল্যাণের চরমত্ব দান করিয়াছি এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে মনোনীত করিয়াছি।"]—বানীর দিক হইতে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দ্বারা সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। এবং তখনকার জানা দুনিয়ায় ইসলাম প্রাধান্য লাভও করিয়াছিল। তখনকার জানা দুনিয়ায় ইসলাম প্রাধান্য তো লাভ করিয়াছিল, কিন্তু তখন জানা দুনিয়া অতি ক্ষুদ্র ছিল। বহু স্থান অনাবাদ ও পতিত ছিল। দ্বীপপুঞ্জে কোন মানুষের বসবাস ছিল না। অষ্ট্রেলিয়া অনাবাদ প্রায় ছিল।

বিগত চৌদ্দ শত বৎসরে পৃথিবী অনেক বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। পৃথিবী অনেক বিস্তৃত হইয়াছে। অনাবাদ অঞ্চল আবাদ হইয়াছে। নূতন নূতন দেশের উদ্ভব হইয়াছে। পরস্পর মিলনের পথ খুলিয়াছে। অতঃপর একই পরিবারে পরিণত হওয়ার সময় উপস্থিত। এখন পৃথিবীকে এক পরিবারে পরিণত করা আপনাদের কাজ। কুরআনের বিস্তার সাধনের সম্পূর্ণতা আনয়ন আপনাদের কাজ। আমার হৃদয়ের তুমুল আগ্রহ এই যে, আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে কুরআন করীমের অন্ততঃ দশ লক্ষ কপি দশ লক্ষ ব্যক্তির নিকট বা বলিতে হইবে যে, দশ লক্ষ গৃহে পৌঁছিতে হইবে।

আল্লাহতালা বড়ই অনুগ্রহ করিয়াছেন, আমি এই কাজ করাইয়া দিয়াছি। আমি নিজে আশ্চার্যান্বিত আছি। আমার খেলাফতের সময় এখনও অল্প। পাঁচ ছয় বৎসরের মত সময়ের মধ্যে কুরআন করীমের এক লক্ষ কপি ছাপা হইয়াছে। আমার মনে হয়, আপনাদের মধ্যে কোন বন্ধুরই জেহেনে এই জিনিষটি আসে নাই যে কত বড় বিপ্লব, মহা পরিবর্তন উপস্থিত।

যদি বন্ধুগণ এই দিক দিয়া চেষ্টা করেন, তবে [আল-খাইরু কুল্লুহু ফিল কুরআন —কুরআন করীমের মধ্যেই যাবতীয় মঙ্গল নিহিত] —বাণীর দিক হইতে ব্যক্তিগত ও জমাতগত উভয় দিক দিয়া মহা কল্যাণ লাভ হইবে।

আবু ধাবী প্রভৃতি আরব রাজ্যগুলি পেট্রোলিয়মের কারণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে খোদার ফজলে আহমদী বন্ধুগণ কাজ করেন। সেখান হইতে গত বৎসর কয়েক জন বন্ধুর এই মর্মে পত্র আসিয়াছে যে, পাঞ্জাবের যে সকল উলামা সেখানে গিয়াছেন তাঁহারা আমাদের বিরুদ্ধে একটা যুক্তি দিয়াছেন যে, আহমদীদের কুরআন স্বতন্ত্র। এই জন্য তাঁহাদিগকে যেন রাবওয়ার মুদ্রিত কুরআন করীম পাঠানো হয় যাহাতে তাঁহারা দেখাইতে পারেন যে আমাদের কুরআন স্বতন্ত্র নয়, বরং সে-ই কুরআন যাহা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি নাযেল হইয়াছিল। তখন ত এই সব কুরআন করীম মুদ্রিত হয় নাই। এখন ছাপিয়াছে। এক বন্ধু সেখান হইতে আসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, যত পারেন নিয়া যান এবং তাহাদিগকে বলুন: কুরআন আজীম আল্লাহতালার কেতাব। আমাদেরও নয়, তোমাদেরও নয়। আল্লাহ্-তালার মহামান্য কেতাব অভিন্ন, একটিই। ইহাতে কোন পার্থক্য নাই।

বস্তুতঃ, রাবওয়ার সাপা কুরআন হইলে সব স্থানের আহমদী ইত্যাকার প্রশ্নকারীদিগকে বলিতে পারেন যে, কোথায় সেই নূতন আয়েত? এর কোন আয়েত পরিত্যক্ত হইয়াছে? এইত সেই কুরআন, যাহা উহার যাবতীয় 'বরকত', যাবতীয় কল্যাণ ও আশীষ সহ আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সল্লামের উপর নাযেল হইয়াছিল।

ইহা একটি বাস্তব সত্য, কুর-আন করীম এই জামানায় 'মতরূক, মহজুর'—পরিত্যক্ত। মূল্যমান বলিয়া অভিহিত এক ব্যক্তি সন্ধ্যায় অস্থায়ী, কৃত্রিমও নিরর্থক লজ্জত হাসিলের জন্য টাকা খর্চা করে এবং বিবি বাচ্চাকে সিনেমা দেখাইতে যায়। কিন্তু ছয় সাত টাকা কুরআন করীম ও ইহার তরজমার জন্য ব্যয় করে না, যাহা তাহার জন্য আজীবন মহা কল্যাণের কারণ হইবে।

সুতরাং 'ইয়া রাব্বে, ইন্না কউমিৎ তাখাজু হাযাল কুরআনা মাহ্জুরা" একটি নিছক

সত্য, যাহা জগত অস্বীকার করিতে পারে না। লোকের আমল প্রকাশ করিতেছে, ইহা সত্য। কিন্তু ইহাও সত্য যে, আমাকে এবং আপনাদিগকে খোদা-তায়ালা এজন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, যেন কুরআন করীমের আজমতকে পুনরায় কায়েম করা হয়। এজন্য এখন কুরআন করীম 'মহ্জুর' —পরিত্যক্ত থাকিবে না, বরং ইহা শুধু আমাদেরই নয়, প্রত্যেক মানবাত্মার সুখ সম্পাদন করিবে, প্রত্যেক মানুষের মস্তিষ্কের জ্যোতিঃ হইবে এবং হৃদয়কে সুশীতল করিবে। ইনশা আল্লাহ্।

বন্ধুগণ দোয়া করুন, আল্লাহ্তালা আমাদিগকে তাঁহার অপার অনুগ্রহে তৌফিক দিন যেন আমরা আগামী পাঁচ বৎসরে দশ লক্ষ্য সংখ্যায় কুরআন করীম পৃথিবী ব্যাপী ছড়াইতে পারি। এই কাজে হিস্যা নেওয়া আমাদের সকলের জন্য বরকতের হেতু হইবে।

তারপর, নিজের জন্যও দোয়া করুন এবং সার্বাধিক কুরআন প্রচারের সম্পূর্ণতা সাধনের জন্য দোয়া করুন, যেন আল্লাহ্তালা তাঁহার অপার অনুগ্রহে এই কাজে সাফল্য দেন। আপনারা স্মরণ রখিবেন যে, এখন আমাদের সম্মুখে শুধু কুরআন করীমের ঐরূপ ইশাআতাই করা নয়, যেমন, তাজ কোম্পানীর ন্যায় আমরাও প্রকাশ করিলাম এবং তাই যথেষ্ট মনে করিলাম।

আমাদের জিম্মাদারী হইতেছে, হেদায়েতের বিস্তার সাধন কল্পে সম্পূর্ণতা আনয়ণ—তক্মীলে ইশাআতে হেদায়েত। শুধু হেদায়েত আমাদের দায়িত্ব নয়। উহার তকমীল অর্থ, আপনারা প্রত্যেক মানুষের হাতে কুরআন করীমের হেদায়েত পৌঁছাইবেন। বন্ধুগণ দোয়া করুন, আল্লাহ্তালা যেন আপন অনুগ্রহে আমাদের দুর্বলতা সত্বেও, ধন সম্পত্তির অভাব, প্রভাব-প্রতিপত্তিহীনতা এবং অভ্যন্তরীন ও বাহিরের ফিৎনা সত্বেও আমাদিগকে এই কল্যাণময় কাজের তৌফিক দেন। আমার স্বাস্থ্যের জন্যও দোয়া করিবেন এবং সেই কাজের জন্যও, যাহা আমার দায়িত্ব। তাহা যেন আমি সমাধা করিতে পারি। আমীন।

অনুবাদ ঃ এ, এইচ, এস, আলী আনয়ার

যা চাই প্রভো

বেহেশত দোজখ বুঝিনা প্রভো
তোমার দিদার চাই,
যেখানেই থাকি যেন
তোমারই গান গাই।
যা দাওনি তার জন্য
আফশোষ কিছুই নাই
যা দিয়েছ এর জন্য
সদা কৃতজ্ঞতা জানাই।
তোমার দেওয়া শক্তির যেন
পূর্ণ বিকাশ ঘটাই,
তোমার দেওয়া নেয়ামত যেন
সৃষ্টির সেবাই লাগাই।
জীবন পথের আঁধারে হারিয়ে না যাই,
তোমার জ্যোতির পরশে সব কালিমা ঘুচাই।--সুনাম

আনসারুল্লাহ্‌র ইজতেমাঃ

মোহ্‌তরম জনাব আমীর সাহেবের সমাপ্তি ভাষণ

ঢাকা, ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫ইং—অদ্য, ঢাকা নারায়ণগঞ্জ এবং তেজগাঁ জামাতের মজলিসে আনসারুল্লার সালানা এজতেমায় বাংলাদেশের জামাতে আহমদয়ার আমীর মৌলবী মোহাম্মদ সাহেব (সাল্লামাহুঃ) এক জ্ঞানগর্ভ অভিভাষনে নসিহত করেন যে, আপনারা সবাই হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর ন্যায় হইয়া যান। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) লেখাপড়া জানিতেন না। কিন্তু, তাঁর মর্যাদার কথা চিন্তা করুন। কথিত আছে যে, তিনি এত বেশী মূর্খ ছিলেন যে, মুর্খতার দরুন কোন কথাই বানাইয়া বলিতে পারিতেন না। তবে, আল্লাহতায়ালা তাঁহকে একটি অসাধারণ গুণ দান করিয়াছিলেন; এবং উহা হইল তিনি যাহা শুনিতেন তাহা হুবুহু বর্ননা করিতে পারিতেন। তাই মাত্র চারি বৎসর সময়ের মধ্যেই এত বেশী অগণিত সহিহ্ হাদীস তিনি বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। হযরত রসুল করীম (সাঃ আঃ)-এর দাবীর উনিশ বছর পর তিনি বয়েত গ্রহণ করেন। বয়েত গ্রহণে এতদিন দেরী হইয়া গিয়াছে এই অনুতাপে তিনি শপথ গ্রহণ করিলেন যে, এতকাল যখন হুজুর (সাঃ আঃ)-এর কোনো কথায় কান দেই নাই, কোনো বাণী শুনি নাই, তখন—আজিকার দিন হইতে আর তাঁহার কোনো বাণীই শোনা বাদ দিব না। এবং এই কারণে অর্থাৎ নবী করীম (সাঃ আঃ)-এর প্রত্যেকটি কথা শোনার এরাদায় তিনি তাঁহার (সাঃ আঃ) পিছনে পিছনে ছায়ার মত থাকিতেন এবং তাঁহার প্রত্যেকটি কথা শুনিতেন ও মনে রাখিতেন। তিনি কোনো কাজকর্ম করিতেন না। প্রথমে ভাই খাইতে দিতেন, পরে তাহাও তিনি বন্ধ করিয়া দিলেন। তিনি না খাওয়া অবস্থাতেই মসজিদে নববীতে পরিয়া থাকিতেন, রসুল সাঃ আঃ) এর পিছনে পিছনে ঘুরিতেন। খাওয়ার কথাও বলিতেন না। অনেক সময় সাত দিন পর্যন্ত প্রায় কিছ না খাইয়াই কাটাইতেন, ফলে অনাহার জনিত কষ্টে বেহুঁশ হইয়া যাইতেন! লোকে মনে করিত তাঁহার মৃগী রোগ হইয়াছে। তৎকালে, আরবে মৃগী রোগীর মাথায় জুতা মারিয়া মারিয়া—হুঁশ করানো হইতো,—এবং সেইভাবেই হযরত আবু হোরায়রার (রাঃ) গাত্র ও মাথায় লোকে জুতা মারিত। এত কষ্ট সহ্য করিয়াও তিনি রসুল (সাঃ আঃ) এর কথা শুনিবার জন্য মসজিদেই পড়িয়া থাকিতেন।

তাই, আজ আমরা তাঁহার পবিত্র মুখ হইতে এত অসংখ্য সহিহ্ হাদিস শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। তাই, আজ আবু হোরায়রার (রাঃ) এত কদর, এত মর্যাদা। আপনারা প্রতিটি জলসা পূরোপুরিভাবে এ্যাটেণ্ড করুন। প্রতিটি কথা, প্রতিটি বক্তৃতা শুনুন। কখন কোন কথা আমাদের মস্তিষ্কের লাইব্রেরীতে ধরা পড়িবে আপনারা এই মূহুর্তে বুঝিতে না পারিলেও সময়ে উহাই কাজে আসিবে, আপনাকে যথাসময়ে জান্নাতে প্রবেশ করাইবে। হাদীস শরীফে আছে, যে কোন ভাল কথা ইসলামের হারানো ধন। যেখানেই পাইবেন, কুড়াইয়া লইবেন।

মহতারম আমীর সাহেব বলেন,—আমার বাবা উকিল ছিলেন। মক্কেলদের সঙ্গে কথা বলিবার সময় তিনি অনেক সময়—কোরআন করীম, হাদীস, সনবী রুম, হাফিজ প্রভৃতি হইতে উদ্বৃতি দিয়া আলাপ করিতেন। আমি সেই সময়ে তাঁহার পিছনে যাইয়া দাঁড়াইয়া ঐ কথাগুলি শুনিতাম। আল্লার ফজলে ছেলে বেলা হইতেই ভাল কথা শোনার একটা ফেৎরত আমার ছিল। এজন্য, সব সময় ভাল কথা শুনিবার জন্য সর্বত্রই যাইতাম। ফলে, এখন খোদার ফজলে এই এলাহী সেলসেলায় দাখেল হইতে পারিয়াছি। বয়েতের পর সেলসেলার কেতাবাদি যথাসাধ্য পড়িয়াছি, রবওয়াহ্ গিয়াছি, কাদিয়ান গিয়াছি, হযরত সাহেব (আইঃ)-এর কথা, বোজর্গানে-জামাতের কথা শুনিয়াছি। সকল জলসায় আগাগোড়া উপস্থিত থাকিয়াছি। সবার কথা, সবার বক্তৃতা আগাগোড়া শুনিয়াছি। ফলে, আমার নিজস্ব কোনো জ্ঞান না থাকা সত্বেও, আরবী, ফাসী ও উর্দু সঠিক না জানা সত্বেও খোদার ফজলে আমি কিছু কিছু জ্ঞান আহরণ করিতে পারিয়াছি, যাহার আলোকে আমি আল্লাহ্ ও আল্লার রসুল (সাঃ আঃ)-এর পথে চলিবার তৌফিক লাভ করিয়াছি। ইহা শুধু ঘটনার বর্ণনা মাত্র, কেননা সকল প্রশংসা তো কেবল আল্লাহ রব্বুল আলামীনের।

শিঁপি যেমন নতুন বৃষ্টির পানির আশায় সমুদ্রের বেলাভূমিতে উঠিয়া হা করিয়া অপেক্ষা করে এবং ঠিক মত এক ফোঁটা পানি পড়িলেই যেমন উহার গর্ভে মুক্তা পয়দা হয়, তেমনি ভাল কথা শুনিবার জন্য হা করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। কখনকার কোন কথা আপনাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবে, তাহা আপনি জানেন না। আপনারা আসুন, সকল জলসায় সকল এজতেমায় শরীক হউন, ইসলামকে মজবুত করুন। এই দেশে আপনাদের দায়িত্ব অপরিসীম। আপনারা সহিহ্ভাবে সেই সকল দায়িত্ব পালন করুন। সুরা বাকারার ১৭ আয়াতের মধ্যে শোনা ও না-শোনার যে অবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে, সেই দিকে খেয়াল করুন। আমাদের যেন অনুরূপ না-শোনার অবস্থা না হয়। গোমরাহী এবং কুফরের সঙ্গে যাহার সম্পর্ক তাহা পরিহার করিয়া চলুন।

আজ, আনসারুল্লার যাঁহারা ওহ্‌দাদার মনোনীত হইলেন, তাঁহারা যথারীতি নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করিয়া যাইবেন। আল্লাহতায়ালা, আপন ফজলে, আপনদিগকে সেলসেলার কাজ করিয়া যাইবার তৌফিক দান করুন। ওয়া আখেরুদাওয়ানা আনেল হামদুলিল্লাহ রব্বেলে আলামীন।

উল্লেখ্য যে, উক্ত ইজতেমায় মোহতরম আমীর সাহেব ব্যতীত মোহতরম নায়েব আমীর জনাব ডাঃ আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী, ঢাকার আমীর জনাব মকবুল আহমদ খান, ঢাকার সদর মুরুব্বী মৌঃ আহমদ সাদেক সাহমুদ, মৌঃ আলী কাসেম খান চৌধুরী এবং মৌঃ শহীদুর রহমান, যায়ীম আনসারুল্লাহ, ঢাকা বিভিন্ন তরবীয়তী বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন

এতদ্ব্যতীত, উক্ত ইজতেমার মজলিসে শুরার সভায় জনাব মৌঃ আলী কাসেম খান চৌধুরী সাহেব এবং মৌঃ আহ্‌মাদুর রহমান সাহেব যথাক্রমে বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহর নাযেমে আ'লা এবং ঢাকা মজলিসে আনা-সারুল্লাহর জয়ীম নির্বাচিত হন। আল্লাহ্-তায়ালা উক্ত নির্বচনকে মোবারক করুন এবং উভয় ভ্রাতাকে তাঁহাদের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করার তৌফিক দিন। আমীন।

রিপোর্ট : **শাহ মুস্তাফিজুর রহমান**

শুভ সংবাদ

উগাণ্ডার লুগাণ্ডা ভাষায় কোরআন করীমের তরজমা ও তফসীর প্রকাশ

১৩ই ফেব্রুয়ারী, কাদিয়ান :

উগাণ্ডার জামাতে আহমদীয়ার তরফ হইতে উগাণ্ডার (পূর্ব আফ্রিকা) জাতীয় ভাষা লুগা-ণ্ডায়, পবিত্র কোরআন করীমের সংক্ষিপ্ত তফসীরসহ অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী এই পবিত্র অনুবাদ গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ায় এই অঞ্চলে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ত্বরান্বিত হইবে, ইন্‌শা আল্লাহ। উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে জামাতে আহমদীয়ার উদ্যোগে তাঞ্জানিয়া, উগাণ্ডা এবং কেনিয়ার 'লিংগুয়া ফ্রাংকা' সোয়াহেলী ভাষায়ও কোরআন করীমের তরজমা ও তফসীর প্রকাশিত হইয়াছে। সহস্রাধিক পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণের দশ হাজার কপি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শেষ হইয়া যায়। ১৯৭২ ইং সনে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। (সাপ্তাহিক বদর)

রবওয়ার সালানা জলসায় ঘোষিত সুসংবাদ

২৬, ২৭ ও ২৮শে ডিসেম্বের (৭৪) তারিখে রবওয়ায় অনুষ্ঠিত জামাত আহ্‌মদীয়ার সালানা জলসায় হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ) দেড় লক্ষ উপস্থিত বৃন্দের নিকট নিম্নরূপ শুভ সংবাদসমূহ ঘোষণা করেন :

০ আল্লাহ তায়ালার ফজলে বহির্দেশে ৫০ পঞ্চাশটি নুতন জামাত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

০ আরও পাঁচটি ভাষায় কোরআন শরীফের তরজমা প্রকাশ করা হইয়াছে।

০ বহির্দেশে চল্লিশটি নুতন মসজিদ তামীর করা হইয়াছে।

০ আহমদীয়া শত বার্ষিকী জুবিলী ফাণ্ডে পাকিস্তানের বাহিরের জামাতসমহের চাঁদার ওয়াদা পাঁচ কোটি টাকারও বেশী হইয়াছে। (আলহাম দুলিল্লাহ),।

(আহমদীয়া বুলেটিন (লণ্ডন), ফেব্রুয়ারী-৭৫)

ভুট্টোর বিরুদ্ধে পাকিস্তানী উলামার কুফুরী ফতোয়া

১৪ই নবেম্বর, ১৯৭৪ ইং তারিখের দৈনিক নওয়ায়ে ওয়াকৃত (লাহোর) পত্রিকায় প্রকাশ যে, পাকিস্তানের উজীরে আজম জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো বলেন, "আমার উপর কুফুরের ফতোয়া লাগানো হইয়াছে, যাহার জন্য আমার মনের অবস্থা শুধু সেই ব্যক্তিই উপলব্ধি করিতে পারে যে নিজে মুসলমান, এবং একজন সত্যিকার মুসলমানকে কাফের সাব্যস্ত করিলে তাহার যে অবস্থা হইবে, তাহাই আমারও হইয়াছে।" উজীরে আজম "দীর্ঘ দাড়ি ধারী ব্যক্তিগণের প্রতি দুঃখ প্রকাশ করেন, যাঁহারা তাঁহার বিরুদ্ধে কুফুরী ফতোয়া জারী করিয়াছেন।" তিনি আরও বলেন যে, "আমি এই সব ফতোয়া এবং ফতোয়াবাজ দিগকে কেমন করিয়া ভুলিতে পারি?"

(আহ্‌মদীয়া বুলেটিন (লণ্ডন), ফেব্রুয়ারী-৭৫)

উলেখ্য যে, পাঞ্জাব (পাকিস্তান) এর মুখ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ হানিফ রামে উলামার সমালোচনা করিয়া বলেন, "এই উলামা had solemn vows that they would polish Mr. Bhutto's shoes with their beards, were he to solve the ninety years old Qadiani issue" শপথ গ্রহণ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের দাড়ীর দ্বারা মিঃ ভুট্টোর বুট পালিশ করিবেন, যদি তিনি নব্বই বৎসর পুরানোর কাদিয়ানী সমস্যা সমাধা করিয়া দেন।"

—দৈনিক 'পাকিস্তান টাইমস্' (লাহোর), ২৫শে অক্টোবর, ১৯৭৪ইং — সাপ্তাহিক 'বদর' (কাদিয়ান) ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৭৪ ইং)

সংকলণ — **আহমদ সাদেক মাহমুদ**

রবওয়ার জলসায় প্রহরারত পুলিশের বয়াত গ্রহণ

লণ্ডন মিশন হইতে প্রকাশিত আহমদীয়া বুলেটিন (ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫) সূত্রে প্রকাশ, এবারে রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত সালানা জলসায় আইন শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার জন্য পাকিস্তান সরকার পাঁচহাজার পুলিশের একটি দল নিয়োজিত করিয়াছিল। জলসায় প্রথম দিনে (২৬শে ডিসেম্বর, ৭৪) তাহাদেরকে যথারীতি তাহাদের কর্তব্য পালন করিতে দেখা যায়। দ্বিতীয় দিনে তাহারা শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিধানে খোদ্দামুল আহমদীয়ার তৎপরতা দেখিয়া নিজেদের কাজে স্বভাবতঃ শিথিল হইয়া পড়ে। তৃতীয় দিনে তাহাদের দায়িত্ব পালনের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই দেখিয়া তাহারা ডিউটি দেওয়া ছাড়িয়া দেয়। জলসায় প্রদত্ত জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতাদি শুনিয়া তাহারা মুগ্ধ হয়, এবং জলসার পরে তাহাদের কেহ কেহ বয়েত গ্রহণ করে। উল্লেখ্য যে, জলসার পর বয়েত গ্রহণ অব্যাহত রহিয়াছে, এমনকি ঘোরতর বিরোধী এলাকা শেখুপুরা হইতেও এ পর্যন্ত পনের জন রবওয়াতে গিয়া বয়েত করিয়াছেন। আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহতায়ালা আমাদের সকল নতুন ভাই-বোনদেরকে ঈমানে ও আমলে ইস্তেকামাত দান করুন। আমীন।

বিশেষ শুভ সংবাদ

পনের হাজার লোকের বায়াত গ্রহণ

কাদিয়ান হইতে বিশ্বস্তসূত্রে প্রকাশ, এবারের ২৬,২৭ ও ২৮শে ডিসেম্বর (১৯৭৪) তারিখে অনুষ্ঠিত জামাতে আহমদীয়ার সালানা জলসার পরে পরেই পনের হাজার লোক বয়েত গ্রহণ করিয়া এই এলাহী সেলসেলায় দাখেল হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছেন। আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহতায়ালা আমাদের নতুন ভাই-বোনদেরকে ঈমান ও আমলে এস্তেকামাত দান করুন। তাঁহাদেরকে ইহ ও পারলৌকিক উন্নতি দান করুন। আমীন।

o o o o o

o সাপ্তাহিক 'বদর' (কাদিয়ান), ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫ সূত্রে প্রকাশ, হযরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ) এর স্বাস্থ্য আল্লাহতায়ালার ফজলে ভাল।

o কাদিয়ান শরীফে হযরত আমীর সাহেবসহ সকল দরবেশানে কেরাম আল্লাহ-তায়ালার অনুগ্রহে ভাল আছেন।

o কাদিয়ান, ১৩ই মার্চ, মোহতরম সাহেবযাদা মির্যা ওয়াসীম আহমদ সাহেব হায়দারাবাদ (দাক্ষিনাত্য) জামাতসমূহ সফর করেন। অতঃপর মাদ্রাসে দারুত তবলীগের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন। এ প্রসঙ্গে অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে তাঁহার ইন্টারভিউ প্রচারিত হয়।

সংকলনঃ — শাহ মুস্তাফিজুর রহমান

সংবাদ

বিভিন্ন স্থানে ভূমিকম্প

শিমলা ৩১শে জানুয়ারী।—কিনাউর ও লাহুল স্পিটি জেলায় ভূকম্পনের পর ১২ দিন অতিবাহিত হইতে না হইতেই গত রাতে আবার নূতন করে ভূকম্পন অনুভূত হয়। তবে এ এলাকার জনগণের ভাগ্য সম্পর্কে এখনও কিছু জানা যায় নাই।

এই উপত্যকা জেলা দুইটিতে এখনও পর্যন্ত কোন উদ্ধারকারী দল পৌছে নাই। এমনকি এ পর্যন্ত কেহ দুর্গত এলাকা অতিক্রম করিয়া বাহির হইয়া আসে নাই বলে হিমাচল প্রদেশের সেক্রেটারী ইউ, এন শর্মা সুত্রে জানা গিয়াছে।

মিঃ শর্মা বলেন, স্পেটি মহকুমায় এ পর্যন্ত ৫৯ জনের মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তীব্র তুষারাপাত সত্বেও সেনাবাহিনী হুগড় এলাকায় ত্রাণ সামগ্রী পেঁৗছানের জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে।

শ্রীনগর হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, গতরাতে গাড়োয়াল জেলার কতিপয় স্থানে ভূকম্পন অনুভূত হয়। ফলে বহু ঘরবাড়ী বিধ্বস্ত হইয়াছে বলিয়া জোসিমাত থেকে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গিয়াছে। (দৈনিক আজাদ)

ভূমিকম্পের সংক্ষিপ্ত খবর

শিমলা, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী:
হিমাচল প্রদেশের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার পুহ্ এবং সামদোহ অঞ্চলে পুনরায় ভূমিকম্প হইয়াছে। পি, টি, আই, পরিবেশিত এই সংবাদে বলা হইয়াছে যে, পুহ্ অঞ্চলে চার বার এবং সামদোহ অঞ্চলে একবার ভূ-কম্পন হইয়াছে। ১৯শে জানুয়ায়ীতে কিন্নাউর জেলায় যে ভূমিকম্প হইয়াছে তাহার ফলে একটি নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হইয়াছে, একটি নূতন হ্রদের সৃষ্টি হইয়াছে এবং একটি পাহাড় ধ্বসিয়া গিয়াছে। ঘর বাড়ী এবং ধন-সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াও রাস্তা সমূহের বিপুল ক্ষতি সাধন হইয়াছে। অনেক জায়গায় রাস্তাগুলি নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। গত মাসে পাকিস্তানে সংঘটিত যে ভূমিকম্পে পাতান এলাকায় বিপুল সংখ্যক লোক মারা গিয়াছে, এই ভূমিকম্প তার চাইতেও প্রবল ছিল। পাকিস্তানের ভূমিকম্পের ম্যাগনিচুড (বিচার স্কেল) ছিল ৭·২, আর এই ভূমিকম্পের ম্যাগনিচুড ৭·৫। উল্লেখ্য যে, কাংগ্রাতে ১৯০৫ সালে যে ভয়াবহ ভূমিকম্প হইয়াছিল উহার মাগনিচুড ছিল ৮·০। (হিন্দুস্তান ষ্ট্যাণ্ডার্ড)

চীন কোরিয়ায় প্রচণ্ড ভূমিকম্প

৪ঠা ফেব্রুয়ায়ীতে চীনের লিয়াওতুং উপ-দ্বীপে পিকিং এবং কোরিয়ার মধ্য ভূখণ্ডে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হইয়াছে। সোভিয়েত, জাপান

এবং পাশ্চাত্যের অন্যান্য অবজারভেটরীর খবরাত দিয়া এই খবর দিয়াছে রয়টার। বিস্তারিত খবর পাওয়া না গেলেও চীন রেডিও বলেছে যে, জানমালের ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপারে চেয়ারম্যান মাওসেতুং এবং অন্যান্য নেতারা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন।

(বাংলাদেশ টাইমস্, হিন্দুস্তান ষ্টাণ্ডার্ড)

ইন্দোনেশিয়ায় ভূমিকম্প

জাকার্তা, ১০ই ফেব্রুয়ারী, জাকার্তায় ৬০ মাইল দক্ষিণে কুফাবুমী শহরে একটি ভীষন ভূমিকম্প হইয়াছে। ইহাতে, অন্যন ৬ জন মারা গিয়াছে এবং ৯ জন আহত হইয়াছে। এই প্রাথমিক সংবাদ পরিবেশন করেছে রয়টার। এই ভূমিকম্পের ম্যাগনিচুড (বিচার স্কেল) ছিল ৬.৩। (বাংলাদেশ টাইমস্)

হিমাচল প্রদেশে পুনরায় ভূমিকম্প

সিমলা ২৬ই ফেব্রুয়ারী :

পুনরায় হিমাচল প্রদেশের লিও পুহ, কার্চাম, মালিং এবং সামদোহ অঞ্চলে মাঝারী ধরণের ভূমিকম্প হইয়াছে। (পি, টি, আই) গত মাসে কাজা শহরটিতে ভূমিকম্প হয় নাই। কিন্তু এ বারে উহাও বাদ পড়ে নাই। বিস্তারিত খবর জানা যায় নাই। (বাংলাদেশ টাইমস)

বার্মায় ভূমিকম্প

ইহার পর বার্মায় ভূমিকম্প হইয়াছে। ক্ষয়-ক্ষতির সংবাদ জানা যায় নাই। (সংবাদ সাম্থা)

সংকলন : শাহ মুস্তাফিজুর রহমান

হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর

একটি ভবিষ্যদ্বাণী

"স্মরণ রাখিও, খোদাতায়ালা আমাকে সাধারণভাবে ভূমিকম্পের সংবাদ দিয়াছেন। সুতরাং নিশ্চয় জানিও ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যেমন আমেরিকায় ভূমিকম্প আসিয়াছে, সেইরূপ ইউরোপেও আসিয়াছে এবং এশিয়ারও বিভিন্ন এলাকায় আসিবে। ইহার সহিত আকাশ ও পৃথিবীর আরো বহুবিধ বিপদ গুরুতর আকারে প্রকাশ পাইবে, যাহা বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। জ্যোতিষ ও দর্শনের পুস্তকে উহার খোঁজ মিলিবে না। তখন মানুষের মধ্যে এক চাঞ্চল্য দেখা দিবে যে, পৃথিবীতে এ কি হইতে চলিল? শুধু ভূমিকম্পই নয় বরং আরো ভীতিপূর্ণ বিপদাবলী প্রকটিত হইবে, কিছু আকাশ হইতে এবং কিছু ভূতল হইতে। ইহা এই জন্য হইবে যে, মানবজাতি আপন সৃষ্টিকর্তার উপাসনা ছাড়িয়া দিয়াছে এবং মনপ্রাণ ও শক্তি দিয়া পার্থিব বিষয়ে নিমজ্জিত হইয়াছে। যদি আমি না আসিতাম, তবে এই সকল বিপদরাশি আসিতে কিছু বিলম্ব গটিত; পরন্তু আমার আগমনের সঙ্গে খোদাতায়ালার ক্রোধের গোপন ইচ্ছা, যাহা বহু দিন যাবৎ লুক্কায়িত ছিল, তাহা প্রকাশ হইয়াছে। যেমন, আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন :

"কোন সাবধানকারী প্রেরণ না করিয়া আমরা কখনো শাস্তি অবতীর্ণ করি না।" (কোরআন শরীফ)।

অনুতাপকারীগণ নিরাপদ থাকিবে এবং যাহারা বিপদ আসিবার পূর্বেই ভীত হয়, তাহাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হইবে।"

(হকীকাতুল-হী. ২৫৬—২৫৮ পৃঃ ১৯০৬ খৃঃ)

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী পরিকল্পনার রূহানী কর্ম-সূচী

শতবার্ষিকী আহ্‌মদীয়া জুবিলীর বিশ্বব্যাপী রূহানী পরিকল্পনার সফলতার উদ্দেশ্যে সৈয়দেনা হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ) জমাতের সামনে দোয়া এবং এবাদতের যে একটি বিশেষ কর্ম-সূচী রাখিয়াছেন উহা সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া গেল :

(১) জমাতে আযমদীয়ার প্রতিষ্ঠার প্রথম শতবার্ষিকী পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ আগামী ১৮০ মাস পর্যন্ত প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সোম বা বৃহস্পতিবারের কোন এক দিন জামাতের সকলে নফল রোজা রাখুন।

(২) এশার নামাযের পর হইতে ফজর নামাযের আগ পর্যন্ত সময়ে প্রত্যেক দিন ২ রাকায়াত নফল নামায পড়িয়া ইসলামের বিজয়ের জন্য দোয়া করুন।

(৩) কমপক্ষে দৈনিক সাতবার সুরা ফতিহা পাঠ করুন।

(৪) নিম্নলিখিত দোয়া নির্ধারিত সংখ্যায় পাঠ করুন :—

(ক) সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযিম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদিউ ওয়া আলি মুহাম্মদ —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(খ) আসতাগ ফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি জামবিউ ওয়া আতুব ইলাইহি —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(গ) রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাও ওয়া সাব্বিত আকদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরিন —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঘ) আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহিম —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঙ) হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল নি'মাল মাউলা ওয়া নি'মান নাসীর —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

(চ) ইয়া হাফিযু ইয়া আজিজু, ইয়া রাফিকু, রাব্বি কুল্লু শাইয়িন খাদিমুকা রাব্বি ফাহফজনি ওয়ানসুরনি ওয়ারহামনি —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

সালানা জলসা সংক্রান্ত জরুরী কথা

আপনারা হয়ত ইতিমধ্যে জানিতে পারিয়াছেন যে, আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ) কাদিয়ান হইতে হযরত মির্যা ওয়াসীম আহমদ সাহেব ও দুই জন মোবাল্লেগকে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৫২ তম কেন্দ্রীয় সালানা জলসায় যাহা ইনশাল্লাহ আগামী ১৪, ১৫ ও ১৬ই মার্চ তারিখে ঢাকাতে অনুষ্ঠিত হইবে, উহাতে যোগদানের অনুমতি দান করিয়াছেন (আল হামদুলিল্লাহ)। বন্ধুগন খাসভাবে দোয়া করিতে থাকুন যেন আল্লাহতায়ালা উপরোক্ত বজুর্গানের সফর মোবারক ও কল্যাণময় করেন (আমীন)। হুজুর (আইঃ) একটি বিশেষ পয়গামও পাঠাইয়াছেন, যাহা সালানা জলসায় শুনান হইবে। এই বৎসর জলসায় আগত মেহমানদের সংখ্যা ও অন্যান্য বৎসরের তুলনায় অনেক বেশী হইবে। আপনারা জানেন জিনিস পত্রের দাম অনেক বৃদ্ধি পাওয়ায় এইবার জলসার খরচও বৃদ্ধি পাইবে। জলসার যে খরচ হিসাব ধরা হইয়াছে এবং তদনুযায়ী মোহতরম জনাব আমীর সাহেবের এরশাদ অনুসারে বিভিন্ন জামাত এবং বিশেষ ভ্রাতাদের উপর চাঁদা ধার্য করা হইয়াছে। সুতরাং উক্ত চাঁদা যদি যথাসময়ে আদায় করিয়া অত্র অফিসে না পৌছান হয় তাহা হইলে জলসার কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হইবে। এই পরিস্থিতির আলোকে সকল প্রেসিডেন্ট সাহেবান ও ভ্রাতাদের—যাহাদের উপর চাঁদা ধার্য করিয়া অত্র অফিস হইতে পত্র দেওয়া হইয়াছে, অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন অতি সত্বর ধার্য কৃত চাঁদা আদায় করিয়া জলসার কার্যকে সুষ্ঠভাবে সম্পাদনে সহযোগিতা প্রদান করিয়া আল্লাহতায়ালার রহমত, ফজল ও বরকতের অধিকারী হন। আল্লাহতায়ালা আমাদের সকলের হাফেজ ও নাসের হউন।

জলসায় যোগদানকারীদের জন্য কতিপয় জরুরী নির্দেশ

এই লিল্লাহী জলসায় যোগদান শুধুমাত্র আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশ্যেই হওয়া উচিত এবং এই উদ্দেশ্যে যাঁহারা ঘর হইতে বাহির হন ও বিভিন্ন তকলীফ বরদাশত করেন, আল্লাহ্তায়ালা নিশ্চয়ই এই সফরকে তাহাদের জন্য মোবারক ও বাবরকত করিবেন। স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট, মুরুব্বী মোয়াল্লেম, জয়ীমে আনসারুল্লাহ্, কায়েদ খোদ্দামুল আহ্মদীয়া ও লাজনা এমাউল্লাহ্র প্রেসিডেন্টদের নিজ নিজ জামাত ও সংগঠনের মেম্বারদের যাঁহারা জলসায় অংশ গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদের তালীম ও তরবীয়ত এবং নিযামের পূর্ণ আনুগত্যের প্রতি বিশেষ

দৃষ্টি দিবেন। জলসার যোগদানের পূর্বেই এ বিষয়ে বন্ধুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইবে যাহাতে ঢাকায় অবস্থান কালে তাঁহারা এই বাবরকত জলসার প্রোগ্রাম হইতে পূরাপূরি ফায়দা হাসিল করেন এবং সর্বদা জিকরে এলাহী, নফল এবাদত, দরুদ, এস্তেগফার ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহতায়ালার রহমতের আকর্ষণ করিতে সচেষ্ট হন। জলসার সময়ে অযথা বাহিরে ঘুরাফিরা ও বাজে কথা বার্তা বা আলাপ-আলোচনা হইতে বিরত থাকার প্রতি বিশেষ নজর রাখিতে হইবে। খাওয়া-দাওয়ার সময় শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও জলসার সকল নিয়ম কানুন পূরাপূরি ভাবে মানিয়া চলার জন্য সজাগ দৃষ্টি থাকিতে হইবে। অর্থাৎ এক কথায় প্রতি ক্ষেত্রে নিজামের সকল নিয়ম কানুনের প্রতি অনুগত থাকিতে হইবে এবং জলসার প্রোগ্রাম যাহাতে সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় তাহার প্রতি সকলকে অবশ্যই সচেষ্ট থাকিতে হইবে। সর্বোপরি জলসার কামিয়াবীর জন্য সকল বজুর্গাণকে খাসভাবে দোয়ার অনুরোধ করা যাইতেছে। আল্লাহ্তায়ালা আমাদের সকলের হাফেজ ও নাসের হউন এবং আমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সমূহ যেন সঠিকভাবে পালন করিতে পারি সেই তৌফিক দান করুন (আমীন)।

শহীদুর রহমান
সেক্রেটারী, জলসা কমিটি
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া, ঢাকা।

খুলনা ও চট্টগ্রাম বিভাগীয় খোদ্দামুল আহ্মদীয়ার সালানা ইজতেমা অনুষ্ঠীত

মজলিস খোদ্দামুল আহ্মদীয়ার খুলনা এবং চট্টগ্রাম বিভাগীয় ইজতেমা যথা ক্রমে ১৮ ও ১৯শে ফেব্রুয়ারী সুন্দরবনে (যতিন্দ্র-নগর) এবং ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ব্রাহ্মনবাড়ীয়ায় সাফল্য জনক ভাবেঅনুষ্ঠিত হইয়াছে। আলহামদুলিল্লাহ্। উভয় ইজতেমায় অধিক সংখ্যক খোদ্দাম অংশ গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, মুহতরম জনাব আমীর সাহেব, বাংলাদেশ আঞ্জুমন আহ্মদীয়া, উক্ত উভয় ইজতেমাতে ভাষণ দান করেন।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার

৫৩তম বার্ষিক সম্মেলন

স্থান :— মসজিদ মোবারক প্রাঙ্গন

আহ্‌মদীপাড়া

তারিখ--৬ই ও ৭ই চৈত্র, ১৩৮১ বাঃ

মোতবেক— ২০শে ও ২১শে মার্চ, ১৯৭৫ ইং

উক্ত সম্মেলনে বাংলাদেশ ও ভারতের প্রখ্যাত আলেম ও চিন্তাবিদগণ পবিত্র কোরআনের শিক্ষা ও মাহাত্ম্য ইত্যাদি অনেক বিষয়ে জ্ঞান গর্ভ বক্তৃতা করিবেন। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের উপস্থিতি কামনা করি।

নিবেদক—

এনায়েত উল্লাহ সিকদার

চেয়ারম্যান, জলসা কমিটি,

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আঞ্জুমন আহমদীয়া

ইনডেন্টিং জগতে একটি লব্ধ প্রতিষ্ঠিত নাম

এস, এ, নিজামী এণ্ড কোম্পানী

১০৭৯, ধনিয়লা পড়া, ঢকা ট্রাঙ্ক রেড, চট্টগ্রাম

ফোন ৮৬৫৩১

কেবল "নিজামকো"

ভাল মিষ্টির একমত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মিষ্টি ঘর

৫৪, কাতালগঞ্জ পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম

ফোন—৮৬৪৯৭

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার

৫২তম সালানা জলসা

স্থান ঃ আহমদীয়া মসজিদ প্রাঙ্গন

৪, বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১

তারিখ ঃ ২৯, ৩০শে ফাল্গুন ও ১লা চৈত্র, ১৩৮১ বাং
মোতাবেক ঃ ১৪, ১৫ ও ১৬ই মার্চ, ১৯৭৫ ইং

শুক্রবার ঃ বিকাল ২-৩০মিঃ হইতে ৭-১৫মিঃ
শনিবার ঃ সকাল ৮টা হইতে ১১টা [শুধু মহিলাদের জন্য]
ঃ বিকাল ২-৩০মিঃ হইতে ৭ ১৫মিঃ
রবিবার ঃ সকাল ৮টা হইতে ১১ ৩০মিঃ
বিকাল ৩টা হইতে ৭-৩০মিঃ

উক্ত সম্মেলনে মানব জীবনে আল্লাহতায়ালার প্রয়োজন ও মিলনের পথ, কোরআন করীমের ফজিলত, হযরত রসুল করীম (সাঃ আঃ)-এর কামালাত, বিশ্বব্যাপী আজাব ও মুক্তির পথ, বিভিন্ন ধর্মে শেষ যুগের প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ—ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আবির্ভাব, এলাহী খেলাফত ইত্যাদি বিষয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের বিশিষ্ট আলেম ও চিন্তাবিদগণ বক্তৃতা করিবেন।

এই জলসায় জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের উপস্থিতি কামনা করি।

বিনীত
ভিঁযর আলী
চেয়ারম্যান, জলসা কমিটি।
ফোন: ২৮৩৬৩৫

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস্ সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন:

যে, পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেস্তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কোরআন শরীফে আল্লাহ্তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীরত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বেঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কোরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোজা, হজ্জ ও যাকাত এবং তাহার সহিত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্ল সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিড়িয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলল কাফেবীনাল মুফতারিয়ীন"—

(অর্থাৎ—"সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্র অভিশাপ")

(আইয়ামুস সুলেহ্ পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Mollah at Ahmadiyya Art Press
for the proprietors. Bangladesh Anjuman-e-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road. Dacca—1
Phone No. 283635
Editor: A. H. Muhammad Ali Anwar.